পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
১৬২-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন নং - ০৩৩ ২২৮৬৫৬৫৭, ফ্যাক্স - ২২২৭৫৩৯১
ই-মেল - pbvmancha@gmail.com
ওয়েবসাইট - www.pbvm.org.in

তারিখ: ২/১২/২০১৫

প্রতি

.....

জরুরী কর্মসূচী

৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ২১তম বিশ্ব সম্মেলন (COP21) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী দিনে পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়কেরা একমত যে পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার্থে তাপমাত্রা কিছুতেই ২ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না। সেই লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রোটোকলে স্থির হয় যে ৩৮টি উন্নত দেশ ১৯৯০-এর তুলনায় ২০০৮-২০১২ এর মধ্যে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন ৫.২% হ্রাস করবে। কিন্তু উন্নত দেশগুলি এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেনি, বরঞ্চ বেশিরভাগ উন্নত দেশই হ্রাসের বদলে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ২০১২ সালে কিয়োটো প্রোটোকলের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার পর গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমাবার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা নিয়ে কোপেনহেগেন, কানকুন, ডারবান, ওয়ারশ, দোহা, লিমায় আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনগুলিতে আলোচনা হয়েই যাচ্ছে, কিছুতেই কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে না। এ সবের মূল কারণ কিয়োটো প্রোটোকলের যে মূল লক্ষ্য ছিল 'দায়ী যে দায়িত্ব তার' তাকে নস্যাৎ করে আগামী দিনে যে চুক্তি হবে তার জন্য দর কষাকষি। কিয়োটো প্রোটোকলের বাধ্যতামূলক হ্রাসের বিষয়টি পরিবর্তন করে 'প্রত্যেক দেশ তার দায়িত্ব ও নীতিবোধ থেকে স্বেচ্ছামূলক হ্রাসের সিদ্ধান্ত (Intended Nationally Determined Cotribution - INDC) গ্রহণ করবে' - এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। প্যারিসে এই স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্র ও তার রূপায়নের পদ্ধতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে।

আমেরিকা তাদের স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্র এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে তাদের দেশের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা বজায় থাকে বা তাকে আরও উন্নত করা যায়। তাদের এই 'বাসনা'পত্রকে সুরক্ষিত রেখে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি বৃদ্ধি না পায় সেই লক্ষ্যে অন্য দেশের স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্রগুলিকে পরিবর্তন করার জন্য রাজনৈতিক চাপ ও বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করছে। গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে ইউরোপের উন্নত দেশগুলি কিছুটা নমনীয় হলেও আমেরিকার নেতৃত্বে কয়েকটি দেশ বিশ্ব নিয়ন্ত্রক শক্তির মতো ঔদ্ধত্য দেখিয়ে যাচ্ছে। ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও চিন এই চারটি দেশ এর বিরুদ্ধে সমবেত লড়াই চালিয়ে এলেও আমেরিকা সুকৌশলে এই দেশগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও চুক্তির মাধ্যমে এই বিরোধকে কমাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের স্বেচ্ছা ঘোষণা পত্র ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বাস্তবায়িত করতে হলে যে বিপুল অর্থ ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে তা কোথা থেকে আসবে তার দিশা নেই। এতে বৈদেশিক নির্ভরতা ও ঋণের বোঝা বাড়বে।

এমতাবস্থায় আমাদের দাবী - ১) প্যারিসের আন্তর্জাতিক 'জলবায়ু পরিবর্তন' সম্মেলনে পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রনায়কদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২) পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলি - তাদেরই বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে মূল দায়িত্ব নিতে হবে। ৩) ভারত সরকারকে সেইমত উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে।

এই দাবীতে জরুরী ভিত্তিতে আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০১৫ বিকেল ৩টায় কলকাতার মৌলালী মোড়ে একটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হবে। এই সভাকে সফল করার জন্য কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

দ্রুততার সঙ্গে জেলার অভ্যন্তরে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য জেলা কমিটিগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভিনন্দন সহ-

প্রদীপ মহাপাত্র

(প্রদীপ মহাপাত্র)
সাধারণ সম্পাদক